পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে

পরমেশ্বর ভগবানের ঐশী প্রকৃতি প্রতিপন্ন করতে এই অধ্যায়ে মনের মধ্যে (সত্ত্ব, রজ এবং তম) প্রকৃতির ত্রিগুণের যে বিভিন্ন কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়, তার বর্ণনা করা হয়েছে।

মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, সহিষ্ণুতা আদি গুণ হচ্ছে অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের প্রকাশ। বাসনা, প্রচেষ্টা, মিথ্যা গর্ব ইত্যাদি হচ্ছে অবিমিশ্র রজোগুণের প্রকাশ। আর ক্রোধ, লোভ এবং বিভ্রান্তি হচ্ছে অবিমিশ্র তমোগুণের ক্রিয়ার প্রকাশ। ত্রিগুণের মিশ্রণের ফলে কায়, মন এবং বাক্যের মনোভাব অনুসারে "আমি" এবং "আমার" ধারণা লক্ষিত হয়। আর সেটি সংঘটিত হয় ধর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও মানুষের জাগতিক স্বার্থ ভিত্তিক পেশার প্রতি নৈষ্ঠিক প্রচেষ্টা অনুসারে।

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি নিজ লাভের চিন্তা না করে, ভক্তিযুক্তভাবে ভগবান শ্রীহরির উপাসনা করেন। পক্ষান্তরে যাঁরা ভগবৎ উপাসনার ফলের আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা হচ্ছেন রজোগুণ প্রভাবিত। আর যারা হিংসাশ্রয়ী, তারা তমোগুণী। অতীব ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে এই সমস্ত সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ বর্তমান, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে, অপ্রাকৃত। দ্রব্য, স্থান, এবং কর্মের ফল, তার সঙ্গে কাল, কর্ম অনুসারে জ্ঞান, কর্ম, তার সম্পাদক, তার বিশ্বাস, তার চেতনার স্তর, পারমার্থিক অগ্রগতি এবং মৃত্যুর পর গতি—এ সমস্তই সংঘটিত হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এবং বিভিন্নভাবে ত্রিগুণের সংশ্রবের মাধ্যমে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত দ্রব্য, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান, ভগবৎ সম্পর্কিত সুখ, তাঁর আরাধনায় যে সময় নিযুক্ত থাকা হয়, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞান, তাঁকে অর্পিত কর্ম, তাঁর আশ্রয় অনুসারে আচরিত কর্মের কর্তা, ভগবদ্ভক্তিতে বিশ্বাস, চিন্ময় ধামের দিকে অগ্রগতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের ধামে উপনীত হওয়া—এ সমস্তই জড় গুণাতীত।

জড়বদ্ধ জীবের জীবনে বিভিন্ন প্রকারের গতি এবং পরিস্থিতি রয়েছে, এ সমস্তই প্রকৃতির গুণাবলী এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সকাম কর্ম ভিত্তিক। মন থেকে উদ্ভূত ত্রিগুণকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমেই কেবল জয় করা সম্ভব। জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধি লাভে সমর্থ মনুষ্য-জীবন লাভ করে বুদ্ধিমান মানুষের উচিত প্রকৃতির ত্রিগুণের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ভগবানের আরাধনা করা। প্রথমতঃ সত্ত্বগুণ বর্ধন করার মাধ্যমে আমরা রজ এবং তমোগুণকে পরাভূত করতে পারি। তারপর সত্ত্বগুণকে জয় করে চেতনাকে দিব্যস্তরে উন্নীত

করতে পারি। সেই সময় আমরা জড় গুণাবলী থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার) ত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারি। সূক্ষ্ম আবরণ বিনাশ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর কৃপায় আমরা পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হই।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

গুণানামসংমিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ ।
তন্মে পুরুষবর্যেদমুপধারয় শংসতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **গুণানাম্**—প্রকৃতির গুণাবলীর; **অসংমিশ্রাণাম্**—তাদের অসংমিশ্র অবস্থায়; **পুমান্**—মানুষ; **যেন**—যে গুণের দ্বারা; **যথা**—কিভাবে; **ভবেৎ**—সে হয়; **তৎ**—তা; **মে**—আমার দ্বারা; **পুরুষবর্য**—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; **ইদম্**—এই; **উপধারয়**—বুঝতে চেষ্টা কর; **শংসতঃ**—আমি যেভাবে বলছি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এক একটি জড় গুণের সংশ্রবের দ্বারা জীব কীভাবে বিশেষ কোন স্বভাব লাভ করে, তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব, অনুগ্রহ করে তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

অসংমিশ্র বলতে বোঝায়, যা কোন কিছুর সঙ্গেই মিশ্রিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বর্ণনা করছেন কীভাবে জড়া-প্রকৃতির গুণাবলী (সত্ত্ব, রজ এবং তম) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য করে বদ্ধ জীবের বিশেষ বিশেষ ধরনের অবস্থার প্রকাশ ঘটায়। সর্বোপরি জীব সত্ত্বা হচ্ছে জড়গুণাতীত, কেননা সে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু বদ্ধ জীবনে সে জড় গুণাবলীই প্রকাশ করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে সে সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২-৫

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ॥ ২ ॥
কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্ ।
মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্যং বলোদ্যমঃ ॥ ৩ ॥

ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃকলিঃ ।
শোকমোহৌ বিষাদার্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ ॥ ৪ ॥
সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্বশঃ ।
বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু ॥ ৫ ॥

শমঃ—মনঃসংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **ঈক্ষা**—পার্থক্য নিরূপণ; **তপঃ**—কঠোরভাবে নিজ কর্তব্য পালন; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **দয়া**—দয়া; **স্মৃতিঃ**—অতীত এবং ভবিষ্যৎ দর্শন; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **ত্যাগঃ**—উদারতা; **অস্পৃহা**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে অনাসক্তি; **শ্রদ্ধা**—(গুরু এবং অন্যান্য সৎ ব্যক্তিদের প্রতি) শ্রদ্ধা; **হ্রীঃ**—(ভুল কাজের জন্য) লজ্জা; **দয়া-আদিঃ**—দান, সরলতা, বিনয় ইত্যাদি; **স্ব নির্বৃতিঃ**—আত্মানন্দ লাভ করা; **কামঃ**—জড় বাসনা; **ঈহা**—প্রচেষ্টা; **মদঃ**—স্পর্ধা; **তৃষ্ণা**—লাভ হওয়া সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি; **স্তম্ভঃ**—মিথ্যা গর্ব; **আশীঃ**—জাগতিক লাভের বাসনায় দেবগণের নিকট প্রার্থনা; **ভিদা**—ভিন্নতার মনোভাব; **সুখম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **মদ-উৎসাহঃ**—নেশার দ্বারা অর্জিত সাহস; **যশঃপ্রীতিঃ**—প্রশংসাপ্রিয়; **হাস্যম্**—উপহাস করা; **বীর্যম্**—নিজশক্তির প্রচার; **বল-উদ্যমঃ**—নিজশক্তি অনুসারে আচরণ করা; **ক্রোধঃ**—অসহ্য ক্রোধ; **লোভঃ**—কৃপণতা; **অনৃতম্**—মিথ্যা ভাষণ (শাস্ত্রে যা নেই তাকেই প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করা); **হিংসা**—শত্রুতা; **যাচ্ঞা**—ভিক্ষা করা; **দম্ভঃ**—দাম্ভিকতা; **ক্লমঃ**—ক্লান্তি; **কলিঃ**—কলহ; **শোক-মোহৌ**—অনুশোচনা এবং মোহ; **বিষাদ-আর্তী**—দুঃখ এবং মিথ্যা বিনয়; **নিদ্রা**—মন্দ; **আশা**—মিথ্যা আশা; **ভীঃ**—ভয়; **অনুদ্যমঃ**—প্রচেষ্টার অভাব; **সত্ত্বস্য**—সত্ত্বগুণে; **রজসঃ**—রজোগুণে; **চ**—এবং; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **তমসঃ**—তমোগুণের; **চ**—এবং; **অনু-পূর্বশঃ**—একের পর এক; **বৃত্তয়ঃ**—কার্যকলাপ; **বর্ণিত**—বর্ণিত; **প্রায়াঃ**—প্রায়ই; **সন্নিপাতম্**—সমন্বয়; **অথঃ**—এখন; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

মনঃসংযম, সহিষ্ণুতা, পার্থক্য নিরূপণ, নিজ কর্তব্য-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, দয়া, অতীত এবং ভবিষ্যতের সতর্ক অনুশীলন, যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্টি, উদারতা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন, গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, খারাপ কাজের জন্য লজ্জিত বোধ করা, দান, সরলতা, বিনয় এবং আত্মতুষ্টি এই সমস্ত হচ্ছে সত্ত্বগুণের লক্ষণ। জড়বাসনা, অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, স্পর্ধা, লাভ করা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি, মিথ্যা গর্ব, জাগতিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা, নিজেকে অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্টতর বলে মনে করা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যুদ্ধের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, আত্ম প্রসংশা শুনতে ভালো লাগা, অন্যদের প্রতি উপহাস করার প্রবণতা, নিজের ক্ষমতার প্রচার করা এবং নিজশক্তি সম্পাদিত

কর্মের গুণগান করা—এই সমস্ত হচ্ছে রজোগুণের লক্ষণ। অসহ্য ক্রোধ, কৃপণতা, শাস্ত্রবহির্ভূত কথা বলা, হিংসা বিদ্বেষ, পরগাছার মতো জীবন ধারণ, খামখেয়ালী, ক্লান্তি, কলহ, অনুশোচনা, মোহ, অসন্তুষ্টি, হতাশা, অতিরিক্ত নিদ্রা, মিথ্যা আশা, ভয় এবং আলস্য—এই সমস্ত হচ্ছে তমোগুণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। এবার ত্রিগুণের মিশ্রণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

শ্লোক ৬

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ ॥ ৬ ॥

সন্নিপাতঃ—গুণাবলীর সমন্বয়; **তু**—এবং; **অহম্ ইতি**—"আমি"; **মম ইতি**—"আমার"; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **যা**—যেটি; **মতিঃ**—মনোভাব; **ব্যবহারঃ**—সাধারণ ক্রিয়াকলাপ; **সন্নিপাতঃ**—সমন্বয়; **মনঃ**—মনের দ্বারা; **মাত্রা**—তন্মাত্র; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সকল; **অসুভিঃ**—এবং প্রাণবায়ু।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, "আমি" এবং "আমার" এই মনোভাবের মধ্যে ত্রিগুণের সমন্বয় বর্তমান। এই জগতের সাধারণ আদান প্রদান, যা মন, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল এবং ভৌতিক দেহের প্রাণ বায়ুর দ্বারা সাধিত হয়, এই সবই গুণাবলীর সমন্বয় ভিত্তিক।

তাৎপর্য

"আমি" এবং "আমার" এই মায়াময় ধারণার সৃষ্টি হয় প্রকৃতির ত্রিগুণের সমন্বয়ে। সাত্ত্বিক ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন "আমি শান্ত"। রজোগুণী লোক ভাবতে পারেন "আমি কামুক"। আর তমোগুণী লোক ভাবতে পারেন "আমি ক্রুদ্ধ"। তেমনই কেউ ভাবতে পারেন "আমার শান্তি" "আমার কাম-বাসনা" "আমার ক্রোধ"। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শান্ত মনোভাবের, তিনি এই জগতে কাজ করতেই পারবেন না, কোন কাজেই উৎসাহ পাবেন না। তেমনই যে ব্যক্তি কামবাসনায় মগ্ন, তিনি অন্তত কিছু শান্তি অথবা আত্মসংযম ব্যতিরেকে অন্ধের মতো বোধ করবেন। অন্যান্য গুণের মিশ্রণ ব্যতিরেকে ক্রোধী ব্যক্তি কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারেন না। এইভাবে আমরা দেখি যে, জড়া প্রকৃতির গুণাবলী শুদ্ধ, অবিমিশ্রভাবে কাজ করে না বরং সেগুলি অন্যান্য গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে এ জগতের সাধারণ কার্যকলাপ সম্ভব হয়। অবশেষে আমাদের ভাবা উচিত "আমি হচ্ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস" এবং "আমার একমাত্র সম্পদ হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা"। এই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণাতীত শুদ্ধস্তরের চেতনা।

শ্লোক ৭

ধর্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ ॥ ৭ ॥

ধর্মে—ধর্মে; চ—এবং; অর্থে—আর্থিক উন্নয়নে; চ—এবং; কামে—ইন্দ্রিয়তর্পণে; চ—এবং; যদা—যখন; অসৌ—এই জীব; পরিনিষ্ঠিতঃ—নিষ্ঠা পরায়ণ হয়; গুণানাম্—প্রকৃতির গুণাবলীর; সন্নিকর্ষঃ—সংমিশ্রণ; অয়ম্—এই; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; রতি—ইন্দ্রিয় সম্ভোগ; ধন—এবং ধন; আবহঃ—প্রত্যেকে যা আনায়ন করে।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে ধর্মকর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োজিত করে এবং তার ফলে যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ লাভ হয়, তা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের সংমিশ্রণের ফল প্রদর্শন করে।

তাৎপর্য

ধর্ম কর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রকৃতির গুণের মধ্যে অবস্থিত, এবং যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং সম্ভোগ লাভ হয় তা স্পষ্টভাবে সূচিত করে, সেই ব্যক্তির সেই বিশেষ অবস্থান হচ্ছে প্রকৃতির গুণের প্রকাশ।

শ্লোক ৮

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে ।
স্বধর্মে চানু তিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা ॥ ৮ ॥

প্রবৃত্তি—জাগতিক ভোগের পন্থা; লক্ষণে—লক্ষণে; নিষ্ঠা—নিষ্ঠা; পুমান্—মানুষের; যর্হি—যখন; গৃহ-আশ্রমে—গৃহস্থ-জীবনে; স্ব-ধর্মে—অনুমোদিত কর্তব্যে; চ—এবং; অনু—পরে; তিষ্ঠেত—অবস্থান করে; গুণানাম্—প্রকৃতির গুণের; সমিতিঃ—সমন্বয়; হি—অবশ্যই; সা—এই।

অনুবাদ

যখন কেউ পারিবারিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা করে, আর সেইজন্যেই ধর্মীয় এবং পেশাগত কর্তব্যে অধিষ্ঠিত হয়, তখন প্রকৃতির গুণাবলীর সমন্বয় প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, স্বর্গে উপনীত হওয়ার জন্য পালিত ধমকর্ম হচ্ছে রাজসিক, সাধারণ পরিবার-জীবন উপভোগের জন্য পালিত ধর্ম হচ্ছে তামসিক,

এবং নিঃস্বার্থভাবে বর্ণাশ্রম অনুসারে পেশাগত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কৃত ধর্মাচরণ হচ্ছে সাত্ত্বিক। ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে প্রকৃতির গুণের মধ্যে জাগতিক ধর্ম অভিব্যক্ত হয়।

শ্লোক ৯

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ ।
কামাদিভী রজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্ ॥ ৯ ॥

পুরুষম্—মানুষ; **সত্ত্ব-সংযুক্তম্**—সত্ত্বগুণ সমন্বিত; **অনুমীয়াৎ**—অনুমান করা যাবে; **শম-আদিভিঃ**—তার ইন্দ্রিয় সংযমাদি গুণের দ্বারা; **কাম-আদিভিঃ**—কামাদির দ্বারা; **রজঃযুক্তম্**—রজোগুণী ব্যক্তি; **ক্রোধ-আদ্যৈঃ**—ক্রোধাদি দ্বারা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **যুতম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আত্মসংযমাদি গুণাবলী প্রদর্শন করেন তাঁকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলে বুঝতে হবে। তেমনই, রাজসিক লোককে চেনা যায় তার কাম বাসনার দ্বারা, এবং ক্রোধাদি গুণাবলীর দ্বারা তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষকে বোঝা যায়।

শ্লোক ১০

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **ভজতি**—ভজনা করে; **মাম্**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **নিরপেক্ষঃ**—ফলের প্রতি উদাসীন; **স্ব-কর্মভিঃ**—তার নিজের অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা; **তম্**—তাকে; **সত্ত্ব-প্রকৃতিম্**—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি; **বিদ্যাৎ**—বোঝা উচিত; **পুরুষম্**—পুরুষ মানুষ; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোক; **এব**—এমনকি; **বা**—বা।

অনুবাদ

যে কোন ব্যক্তি সে স্ত্রী হোক আর পুরুষ হোক, যে জড় আসক্তিরহিত হয়ে তার অনুমোদিত কর্তব্য আমার প্রতি নিবেদন করে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১১

যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্মভিঃ ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্য তামসম্ ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; আশিষঃ—আশীর্বাদ; আশাস্য—আশা করে; মাম্—আমাকে; ভজেত—ভজনা করে; স্ব-কর্মভিঃ—তার কর্তব্যের দ্বারা; তম্—সেই; রজঃ-প্রকৃতিম্—রজোগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি; বিদ্যাৎ—বুঝতে হবে; হিংসাম—হিংস্রতা; আশাস্য—আশা করে; তামসম্—তমোগুণী ব্যক্তি।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি তার অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা জাগতিক লাভের আশায় আমার ভজনা করে তাকে রাজসিক স্বভাবের বলে বুঝতে হবে, আর যে অন্যদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করার বাসনা নিয়ে আমার ভজনা করে সে হচ্ছে তমোগুণী।

শ্লোক ১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে ।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ—তমোগুণ; ইতি—এইভাবে; গুণাঃ—গুণসমূহ; জীবস্য—জীবাত্মার; ন—না; এব—বস্তুত; মে—আমার প্রতি; চিত্ত-জাঃ—মনের মধ্যে প্রকাশিত; যৈঃ—যে গুণের দ্বারা; তু—এবং; ভূতানাম্—জড় সৃষ্টির প্রতি; সজ্জমানঃ—আসক্ত হয়ে; নিবধ্যতে—আবদ্ধ হয়।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই ত্রিগুণ জীবসত্ত্বাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু আমাকে নয়। মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে সেগুলি জীবাত্মাকে জড়দেহ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হতে প্রলোভিত করে। এইভাবে জীবাত্মা আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

জীবসত্ত্বা হচ্ছে ভগবানের মায়াময় জড়াশক্তির দ্বারা বিহ্বল হওয়ার প্রবণতা সম্পন্ন তটস্থাশক্তি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মায়াধীশ। মায়া কখনই ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের অর্থাৎ তাঁর নিত্য সেবকগণের চিরন্তন উপাস্য।

জড়া শক্তির মধ্যে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। যখন বদ্ধ জীব কোন একটি জড় মনোভাব অবলম্বন করে, সেই মনোভাব অনুসারেই তখন তার উপর গুণগুলি তাদের প্রভাব আরোপ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তাঁর মনকে পবিত্র করেন, প্রকৃতির গুণগুলি তাঁর উপর আর কার্যকরী হয় না, কেননা চিন্ময়স্তরে তাদের কোন প্রভাব থাকে না।

শ্লোক ১৩

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্ ।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥ ১৩ ॥

যদা—যখন; ইতরৌ—আর দুটি; জয়েৎ—জয় করে, সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; ভাস্বরম্—দীপ্তিমান; বিশদম্—শুদ্ধ; শিবম্—মঙ্গলময়; তদা—তখন; সুখেন—সুখের সঙ্গে; যুজ্যেত—সমন্বিত হয়; ধর্ম—ধর্ম পরায়ণতার দ্বারা; জ্ঞান—জ্ঞান; আদিভিঃ—এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলী; পুমান্—মানুষ।

অনুবাদ

যখন প্রকাশক, শুদ্ধ এবং মঙ্গলময় সত্ত্বগুণ, রজ এবং তমোগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সুখ, ন্যায়নীতি, জ্ঞান এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে মানুষ তার মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্ ।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্মণা যশসা শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; জয়েৎ—জয় করে; তমঃ—তমোগুণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; রজঃ—রজোগুণ; সঙ্গম্—আসক্তির (কারণ); ভিদা—প্রভেদ; চলম্—এবং পরিবর্তন; তদা—তখন; দুঃখেন—দুঃখের দ্বারা; যুজ্যেত—ভূষিত হয়; কর্মণা—জড় কর্মের দ্বারা; যশসা—যশের আশায়; শ্রিয়া—এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা।

অনুবাদ

যখন আসক্তি, বিভেদ এবং কার্য সৃষ্টিকারী রজোগুণ, তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করে। এইভাবে রজোগুণের প্রভাবে সে উদ্বেগযুক্ত সংগ্রাম করে চলে।

শ্লোক ১৫

যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্ ।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া ॥ ১৫ ॥

যদা—যখন; জয়েৎ—জয় করে; রজঃ সত্ত্বম্—রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ; তমঃ—তমোগুণ; মূঢ়ম্—বিচারবোধ শূন্য; লয়ম্—চেতনাকে আবৃত করে; জড়ম্—প্রচেষ্টাশূন্য; যুজ্যেত—সমন্বিত হয়; শোক—অনুশোচনার দ্বারা; মোহাভ্যাম্—এবং বিভ্রান্তি; নিদ্রয়া—অতিরিক্ত নিদ্রার দ্বারা; হিংসয়া—হিংস্র গুণাবলীর দ্বারা; আশয়া—এবং মিথ্যা আশা।

অনুবাদ

যখন তমোগুণ, রজ এবং সত্ত্বগুণকে পরাস্ত করে, তখন তা মানুষের চেতনাকে আবৃত করে তাকে নিরেট ও মূর্খে পরিণত করে। মায়া এবং অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তখন সে তমোগুণে অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, মিথ্যা আশা করে চলে, এবং অন্যদের প্রতি হিংস্রতা প্রদর্শন করে।

শ্লোক ১৬

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাং চ নির্বৃতিঃ ।
দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্ ॥ ১৬ ॥

যদা—যখন; চিত্তম্—চেতনা; প্রসীদেত—স্পষ্ট হয়; ইন্দ্রিয়াণাম্—ইন্দ্রিয়সমূহের; চ—এবং; নির্বৃতিঃ—জড় কর্মের নিবৃত্তি; দেহে—দেহে; অভয়ম্—নির্ভয়তা; মনঃ—মনের; অসঙ্গম্—অনাসক্তি; তৎ—সেই; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; বিদ্ধি—জানবে; মৎ—আমার উপলব্ধি; পদম্—যে পর্যায়ে এরূপ লাভ হয়।

অনুবাদ

চেতনা যখন স্বচ্ছ এবং ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তিনি জড়দেহে ভয়শূন্যতা এবং মনে অনাসক্তি অনুভব করেন। এই অবস্থাকে তুমি সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বলে জানবে, যার মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ হয়।

শ্লোক ১৭

বিকুর্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্ ।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময় ॥ ১৭ ॥

বিকুর্বন্—বিকৃতি হয়ে; ক্রিয়য়া—কার্যের দ্বারা; চ—এবং; আ—পর্যন্তও; ধীঃ—বুদ্ধি; অনিবৃত্তিঃ—বন্ধ করতে অক্ষমতা; চ—এবং; চেতসাম্—বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের চেতনাযুক্ত অংশে; গাত্র—কর্মেন্দ্রিয়ের; অস্বাস্থ্যম্—অসুস্থ অবস্থায়; মনঃ—মন; ভ্রান্তম্—বিভ্রান্ত; রজঃ—রজোগুণ; এতৈঃ—এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা; নিশাময়—তোমার বোঝা উচিত।

অনুবাদ

অতিরিক্ত কার্যের ফলে বুদ্ধির বিকৃতি, জড় বস্তু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অক্ষমতা, দৈহিক কর্মেন্দ্রিয়গুলির অসুস্থ অবস্থা, এবং অস্থির মনের বিভ্রান্তি—এই সকল লক্ষণকে তুমি রজোগুণ বলে জানবে।

শ্লোক ১৮

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্ ।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥ ১৮ ॥

সীদৎ—ব্যর্থ হয়ে; চিত্তম্—চেতনার উন্নততর ক্ষমতা; বিলীয়েত—বিলীন হয়; চেতসঃ—চেতনা; গ্রহণে—নিয়ন্ত্রণে; অক্ষমম্—অক্ষম; মনঃ—মন; নষ্টম্—নষ্ট; তমঃ—অজ্ঞতা; গ্লানিঃ—গ্লানি; তমঃ—তমোগুণ; তৎ—সেই; উপধারয়—তোমার বোঝা উচিত।

অনুবাদ

যখন কারও উচ্চতর চেতনা ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয় এবং অবশেষে মনোনিবেশ করতে অক্ষম হয়, তখন তার মন বিধ্বস্ত হয়ে অজ্ঞতা এবং হতাশা প্রকাশ করে। এই অবস্থাকে তুমি তমোগুণের প্রাধান্য বলে জানবে।

শ্লোক ১৯

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে ।
অসুরাণাং চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্ ॥ ১৯ ॥

এধমানে—বর্ধিত হলে; গুণে—গুণে; সত্ত্বে—সত্ত্বগুণের; দেবানাম্—দেবগণের; বলম্—শক্তি; এধতে—বর্ধিত হয়; অসুরাণাম্—দেবগণের শত্রুদের; চ—এবং; রজসি—যখন রজোগুণ বর্ধিত হয়; তমসি—যখন তমোগুণ বর্ধিত হয়; উদ্ধব—হে উদ্ধব; রক্ষসাম্—মানুষ ভক্ষণকারী রাক্ষসদের।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের বল বৃদ্ধি হয়। যখন রজোগুণ বর্ধিত হয় তখন অসুরদের শক্তি বর্ধিত হয়। আর তমোগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠ লোকেদের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

শ্লোক ২০

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥ ২০ ॥

সত্ত্বাৎ—সত্ত্বগুণের দ্বারা; জাগরণম্—জাগ্রত চেতনা; বিদ্যাৎ—বোঝা উচিত; রজসা—রজোগুণের দ্বারা; স্বপ্নম্—নিদ্রা; আদিশেৎ—সূচিত হয়; প্রস্বাপম্—গভীর নিদ্রা; তমসা—তমোগুণের দ্বারা; জন্তোঃ—জীবের; তুরীয়ম্—চতুর্থ, দিব্য পর্যায়; ত্রিষু—তিনটির উপর; সন্ততম্—ব্যাপ্ত।

অনুবাদ

আমাদের বুঝতে হবে যে, সচেতন জাগ্রত অবস্থা আসে সত্ত্বগুণ থেকে, স্বপ্ন সহ নিদ্রা আসে রজোগুণ থেকে, এবং গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা আসে তমোগুণ থেকে। চেতনার চতুর্থ পর্যায়টি এই তিনটিকে ব্যাপ্ত করে এবং তা হচ্ছে দিব্য।

তাৎপর্য

আমাদের আদি কৃষ্ণ-চেতনা আত্মার মধ্যে সর্বদাই বর্তমান এবং তা সাধারণ জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা আর স্বপ্নহীন নিদ্রিত অবস্থা, চেতনার এই তিনটি পর্যায়ও তার সঙ্গে বর্তমান। প্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা আবৃত হয়ে এই চিন্ময় চেতনা প্রকাশ না হতে পারে, কিন্তু তা জীবের প্রকৃত স্বভাব রূপে নিত্য বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২১

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্ রজসান্তরচারিণঃ ॥ ২১ ॥

উপরি উপরি—উচ্চতর থেকে উচ্চতর; গচ্ছন্তি—গমন করে; সত্ত্বেন—সত্ত্বগুণের দ্বারা; ব্রাহ্মণাঃ—বৈদিক নীতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিগণ; জনাঃ—এরূপ লোকেরা; তমসা—তমোগুণের দ্বারা; অধঃ অধঃ—আরও অধিক নীচে; আমুখ্যাৎ—মুখ্যব্যক্তি থেকে; রজসা—রজোগুণ দ্বারা; অন্তরচারিণঃ—মধ্যাবস্থায় অবস্থিত থেকে।

অনুবাদ

বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হন। পক্ষান্তরে তমোগুণ জীবকে নিম্ন থেকে নিম্নতর যোনিতে পতিত হতে বাধ্য করে। আর রজোগুণের দ্বারা সে মনুষ্য দেহের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন তমোগুণী শূদ্ররা সাধারণত জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে অজ্ঞ। রজ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন, বৈশ্যরা সম্পদের জন্য গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, পক্ষান্তরে, রজোগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়রা মান মর্যাদা এবং ক্ষমতা লাভের জন্য

আগ্রহী। যাঁরা অবশ্য সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তাঁরা সিদ্ধ জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন; তাই তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। এই রূপ ব্যক্তিরা জড় জগতের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মার নিবাসস্থল ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উন্নীত হন। তমোগুণে আচ্ছন্ন ব্যক্তি ধীরে ধীরে বৃক্ষ এবং প্রস্তরের মতো স্থাবর পর্যায়ে পতিত হয়, কিন্তু রজোগুণী লোকেরা, যারা জড়বাসনায় পূর্ণ, তারা বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে সন্তুষ্ট, মনুষ্য সমাজে বাস করতে অনুমোদিত।

শ্লোক ২২

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বে—সত্ত্বগুণে; প্রলীনাঃ—যারা মারা যায়; স্বঃ—স্বর্গে; যান্তি—যান; নর লোকম্—নরলোকে; রজঃলয়াঃ—যারা রজোগুণে মারা যায়; তমঃলয়াঃ—যারা তমোগুণে মারা যায়; তু—এবং; নিরয়ম্—নরকে; যান্তি—গমন করে; মাম্—আমাতে; এব—অবশ্য; নির্গুণাঃ—যাঁরা গুণাতীত।

অনুবাদ

যারা সত্ত্বগুণে ইহ জগৎ ত্যাগ করে, তারা স্বর্গলোকে গমন করে, যারা রজোগুণে দেহত্যাগ করে তারা মনুষ্য জগতেই অবস্থান করে, এবং যারা তমোগুণে দেহ ত্যাগ করে তারা অবশ্যই নরকে গমন করে থাকে। কিন্তু যারা প্রকৃতির এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা আমার নিকট আগমন করে।

শ্লোক ২৩

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ২৩ ॥

মৎ অর্পণম্—আমার প্রতি অর্পণ; নিষ্ফলম্—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে সম্পাদন করা; বা—এবং; সাত্ত্বিকম্—সত্ত্বগুণে; নিজ—নিজ কর্তব্যবোধে; কর্ম—কার্য; তৎ—সেই; রাজসম্—রজোগুণে; ফলসঙ্কল্পম্—কিছু ফলের আশায় সম্পাদিত; হিংসা-প্রায়াদি—হিংস্রতা, হিংসাদি দ্বারা কৃত; তামসম্—তমোগুণে।

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মকে সাত্ত্বিক বলে বুঝতে হবে। ফল ভোগের বাসনা নিয়ে সম্পাদিত কার্য হচ্ছে রজোগুণী। আর হিংস্রতা এবং হিংসার দ্বারা তাড়িত হয়ে সম্পাদিত কার্য সাধিত হয় তমোগুণে।

তাৎপর্য

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে ভগবানকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলে মনে করা হয়, পক্ষান্তরে ভক্তিযুক্ত কার্য—যেমন জপ করা এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা—এই সমস্ত হচ্ছে প্রকৃতির গুণের উর্ধ্বে দিব্যস্তরের ক্রিয়াকলাপ।

শ্লোক ২৪

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥

কৈবল্যম্—অবিমিশ্র; সাত্ত্বিকম্—সত্ত্বগুণে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; রজঃ—রজোগুণে; বৈকল্পিকম্—বহুবিধ; চ—এবং; যৎ—যা; প্রাকৃতম্—প্রাকৃত; তামসম্—তমোগুণে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; মৎনিষ্ঠম্—আমার প্রতি নিবিষ্ট; নির্গুণম্—গুণাতীত; স্মৃতম্—মনে করা হয়।

অনুবাদ

অবিমিশ্র জ্ঞান হচ্ছে সাত্ত্বিক, দ্বন্দ্বভিত্তিক জ্ঞান হচ্ছে রজোগুণ সম্ভূত এবং মূর্খ, জাগতিক জ্ঞান হচ্ছে তমোগুণজাত। আমার সম্পর্কিত জ্ঞান, কিন্তু, অপ্রাকৃত বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে সাধারণ ধর্মীয় সাত্ত্বিক জ্ঞানের তুলনায় দিব্যস্তরের। সত্ত্বগুণে মানুষ সমস্ত কিছুর মধ্যে উচ্চতর চিন্ময় তত্ত্বের অস্তিত্ব অনুভব করেন। রজোগুণে সে জড়দেহ সম্পর্কীত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, এবং তমোগুণে জীব শিশুর মতো অকর্মণ্য ব্যক্তির মতো অনুভব করে, উচ্চতর চেতনা রহিত হয়ে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করে।

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকের উপর বিস্তারিত ভাষ্য প্রদান করেছেন—জড় সত্ত্বগুণ থেকে পরম সত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। তিনি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/১৪/২) থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বহু দেবতাই দিব্য পুরুষ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারেননি। জাগতিক সত্ত্বগুণে মানুষ পুণ্যবান অথবা ধার্মিক হয়ে পারমার্থিক স্তরের উচ্চতর চেতনা সম্পন্ন হন। শুদ্ধসত্ত্ব, চিন্ময় স্তরে অবশ্য মানুষ জাগতিক পুণ্যের সঙ্গে কেবল সম্পর্ক বজায় না রেখে পরম সত্যের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে

প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেন। রজোগুণে বদ্ধ জীব তার নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতা এবং তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে মনগড়া ধারণা করে ভগবদ্ধামের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। তমোগুণে জীব জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যরহিত হয়ে তার মনকে বিভিন্ন ধরনের আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুন চিন্তায় মগ্ন করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করে। এইভাবে প্রকৃতির গুণের মধ্যে বদ্ধ জীব তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করতে অথবা নিজেদেরকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁরা প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে, কৃষ্ণভাবনার দিব্যস্তরে উপনীত হতে পারছেন, ততক্ষণই তাঁদের স্বরূপগত, মুক্তস্তরের কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত হতে পারেন না।

শ্লোক ২৫

বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্ ॥ ২৫ ॥

বনম্—বন; তু—যেহেতু; সাত্ত্বিকঃ—সত্ত্বগুণে; বাসঃ—নিবাস; গ্রামঃ—গ্রাম্য পরিবেশ; রাজসঃ—রজোগুণে; উচ্যতে—বলা হয়; তামসম্—তমোগুণে; দ্যূত সদনম্—দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ; মৎ-নিকেতম্—আমার নিবাস; তু—কিন্তু; নির্গুণম্—গুণাতীত।

অনুবাদ

বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাসস্থান রজোগুণ সম্পন্ন, দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ তমোগুণ প্রদর্শন করে, এবং আমি যে স্থানে বাস করি সেখানে বাস করা হচ্ছে গুণাতীত।

তাৎপর্য

বনে বৃক্ষ, গুল্ম গুয়োর এবং পোকামাকড় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণীরা বস্তুত রজ এবং তমোগুণে অবস্থিত। কিন্তু বনে অবস্থিত নিবাসকে সাত্ত্বিক বলে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা সেখানে মানুষ নির্জনে নিষ্পাপ, জাগতিক ঐশ্বর্য এবং রাজসিক লক্ষ্য বর্হিভূত জীবন যাপন করতে পারেন। ভারতীয় ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি লাভের জন্য তপস্যা করতে পবিত্র বনে গমন করেছেন। এমনকি আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে, থরোর মতো ব্যক্তিরা জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সংস্রব নিরসনের জন্য বনে অবস্থান করার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এখানে *গ্রাম* শব্দটি নিজের গ্রামে বাস করাকে সূচিত করে। পরিবার-

জীবন হচ্ছে নিশ্চিতভাবে মিথ্যা গর্ব, মিথ্যা আশা, মিথ্যা স্নেহ, অনুশোচনা ও মায়ায় পূর্ণ, কেননা পারিবারিক সম্পর্কটি নেহাৎই দেহাত্মবুদ্ধি ভিত্তিক, তাই তা আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসদৃশ। *দ্যূত-সদনম্*—'দ্যূতক্রীড়ালয়' শব্দটির অর্থ, টাকা বাজি রাখা, দৌড়বাজি, একধরনের তাসের আড্ডা, বেশ্যালয় এবং অন্যান্য পাপাত্মক কর্মের স্থল, যা হচ্ছে তমোগুণে আচ্ছন্ন নিকৃষ্টতম স্তরে অবস্থিত। *মন্-নিকেতম্*—বলতে বোঝায় চিন্ময় জগতে ভগবানের নিজধাম, আর সেই সঙ্গে এই জগতে অবস্থিত তাঁর মন্দির সমূহ, যেখানে যথাযথ রূপে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা হয়। যে ব্যক্তি মন্দিরের বিধি-নিষেধাদি সুষ্ঠুভাবে পালন করে ভগবানের মন্দিরেই বসবাস করেন, তিনি চিন্ময় স্তরে বাস করছেন বলে বুঝতে হবে। এই শ্লোকগুলিতে ভগবান স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সমস্ত দৃশ্যমান জড় জগৎকে প্রকৃতির গুণ অনুসারে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এবং অবশেষে চতুর্থটি, অর্থাৎ দিব্য বিভাগ—কৃষ্ণভাবনামৃত,—যা মনুষ্য সংস্কৃতিকে সর্বতোভাবে মুক্ত পর্যায়ে উপনীত করে।

শ্লোক ২৬

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সাত্ত্বিকঃ—সত্ত্বগুণে; **কারকঃ**—কর্মের কারক; **অসঙ্গী**—আসক্তিমুক্ত; **রাগ-অন্ধঃ**—ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ; **রাজসঃ**—রাজসিক কারক; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়; **তামসঃ**—তামসিক কারক; **স্মৃতি**—স্মৃতি থেকে; **বিভ্রষ্টঃ**—পতিত; **নির্গুণঃ**—গুণাতীত; **মৎ-অপাশ্রয়ঃ**—যে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

আসক্তি মুক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ কর্তা রজোগুণী এবং যে কর্তা কীভাবে ভুল থেকে ঠিকভাবে বলতে হয় তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সে তমোগুণে রয়েছে। কিন্তু যে কর্তা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে প্রকৃতির গুণের উর্ধ্বে বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

গুণাতীত কর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির নির্দেশনা অনুসারেই কেবল কার্য সম্পাদন করেন। ভগবানের তত্ত্বাবধানের আশ্রয় গ্রহণ করে, এই রূপ কর্তা, জড়া প্রকৃতির গুণের উর্ধ্বে অবস্থান করেন।

শ্লোক ২৭

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা ॥ ২৭ ॥

সাত্ত্বিকী—সত্ত্বগুণে; আধ্যাত্মিকী—পারমার্থিক; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; কর্ম—কর্মে; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; তু—কিন্তু; রাজসী—রজোগুণে; তামসী—তমোগুণে; অধর্মে—অধর্মে; যা—যে; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; মৎ-সেবায়ম্—আমার প্রতি ভক্তিযোগে; তু—কিন্তু; নির্গুণা—গুণাতীত।

অনুবাদ

পারমার্থিক জীবনের প্রতি পরিচালিত শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ সমন্বিত, সকাম কর্ম ভিত্তিক শ্রদ্ধা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, অধার্মিক কর্মে রত শ্রদ্ধা হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন, কিন্তু আমার প্রতি ভক্তিযোগে যুক্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে বিশুদ্ধ রূপে গুণাতীত।

শ্লোক ২৮

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ।
রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্তিদাশুচি ॥ ২৮ ॥

পথ্যম্—লাভজনক; পূতম—শুদ্ধ; অনায়স্তম্—অনায়াস লব্ধ; আহার্য—খাদ্য; সাত্ত্বিকম্—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন; স্মৃতম্—মনে করা হয়; রাজসম্—রজোগুণ সম্পন্ন; চ—এবং; ইন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্—ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যন্ত প্রিয়; তামসম—তমোগুণে; চ—এবং; আর্তিদ—দুঃখজনক; অশুচি—অশুচি।

অনুবাদ

স্বাস্থ্যকর, শুদ্ধ এবং অনায়াস লব্ধ খাদ্য বস্তু সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, যে খাদ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তাৎক্ষণিক সুখ প্রদান করে তা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, এবং অপরিচ্ছন্ন ও দুঃখজনক খাদ্যবস্তু হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন।

তাৎপর্য

তমোগুণী খাদ্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং শেষে অকাল মৃত্যু ঘটায়।

শ্লোক ২৯

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্ ।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥

শ্লোক ৩২

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ ।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্‌ভাবায় প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥

এতাঃ—এই সকল; **সংসৃতয়ঃ**—জীবনের সৃষ্ট দিকগুলি; **পুংসঃ**—জীবের; **গুণ**—জড়গুণ সমন্বিত; **কর্ম**—এবং কর্ম; **নিবন্ধনাঃ**—সম্পর্কিত; **যেন**—যার দ্বারা; **ইমে**—এই সকল; **নির্জিতাঃ**—বিজিত; **সৌম্য**—হে ভদ্র উদ্ধব; **গুণাঃ**—প্রকৃতির গুণাবলী; **জীবেন**—জীব কর্তৃক; **চিত্তজাঃ**—মনঃসৃষ্ট; **ভক্তিযোগেন**—ভক্তিযোগের মাধ্যমে; **মৎ-নিষ্ঠাঃ**—আমার প্রতি নিবেদিত; **মৎ-ভাবায়**—আমার প্রতি প্রেমের; **প্রপদ্যতে**—যোগ্যতা লাভ করে।

অনুবাদ

হে ভদ্র উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির গুণ সম্ভূত কর্ম থেকে বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় উৎপন্ন হয়। যে জীব মন সম্ভূত, এই গুণাবলীকে জয় করতে পারে, সে ভক্তিযোগের মাধ্যমে নিজেকে আমার প্রতি নিবেদন করে, আমার জন্য শুদ্ধ প্রেম অর্জন করতে পারে।

তাৎপর্য

মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে শব্দগুলি সূচিত করে ভগবৎ প্রেম লাভ করা অথবা পরমেশ্বরের মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে, ভগবানের জ্ঞানময় ও আনন্দময় নিত্য ধামে বাস করা। বদ্ধজীব মোহবশতঃ নিজেকে প্রকৃতির গুণাবলীর ভোক্তা রূপে কল্পনা করে। এইভাবে বিশেষ কোন ধরনের জড় কর্ম সৃষ্ট হয়, যার প্রতিক্রিয়া বদ্ধজীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে। ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা এই নিষ্ফল পদ্ধতির নিরসন করা সম্ভব, সেই বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

তস্মাদদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্ ।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **দেহম্**—শরীর; **ইমম্**—এই; **লব্ধা**—লাভ করে; **জ্ঞান**—তাত্ত্বিক জ্ঞান; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধ জ্ঞান; **সম্ভবম্**—উৎপত্তি স্থল; **গুণ-সঙ্গম্**—প্রকৃতির গুণ সঙ্গ; **বিনির্ধূয়**—সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করে, **মাম্**—আমাকে; **ভজন্তু**—ভজন করা উচিত; **বিচক্ষণাঃ**—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

সুতরাং, পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সমন্বিত এই মনুষ্য জীবন লাভ করে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের উচিত নিজেদের প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করে ঐকান্তিকভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়া।

শ্লোক ৩৪

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্ বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎসত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥ ৩৪ ॥

নিঃসঙ্গঃ—জড় সঙ্গ মুক্ত; মাম্—আমাকে; ভজেৎ—ভজনা করা; বিদ্বান—জ্ঞানী ব্যক্তি; অপ্রমত্তঃ—অবিভ্রান্ত; জিত-ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ—তমোগুণ; চ—এবং; অভিজয়েত—জয় করা উচিত; সত্ত্ব-সংসেবয়া—সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে; মুনিঃ—মুনি।

অনুবাদ

অবিভ্রান্ত, সমস্ত জড় সঙ্গ মুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত তার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার উপাসনা করা। নিজেকে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক কর্মে নিয়োজিত করে রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করা তার কর্তব্য।

শ্লোক ৩৫

সত্ত্বং চাভিজয়েদ্‌যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ ।
সংপদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; চ—ও; অভিজয়েৎ—জয় করা উচিত; যুক্তঃ—ভক্তিযোগে নিয়োজিত; নৈরপেক্ষ্যেণ—গুণগুলির প্রতি উদাসীন হয়ে; শান্ত—শান্ত; ধীঃ—যার বুদ্ধি; সংপদ্যতে—লাভ করে; গুণৈঃ—প্রকৃতির গুণ থেকে; মুক্তঃ—মুক্ত; জীবঃ—জীব; জীবম্—তার বন্ধনের কারণ; বিহায়—ত্যাগ করে; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

তারপর, ভক্তিযোগে নিবিষ্ট হয়ে গুণাবলীর প্রতি উদাসীন হওয়ার মাধ্যমে সাধু ব্যক্তির জাগতিক সত্ত্বগুণকেও জয় করা উচিত। এইভাবে শান্ত মনে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা, তার বদ্ধ দশার কারণটিকেই পরিত্যাগ করে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে *নৈরপেক্ষ্যেন* শব্দটি জড়া প্রকৃতির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদকে সূচিত করে। সম্পূর্ণ চিন্ময়, ভগবৎ-সেবায় আসক্তির মাধ্যমে, আমরা প্রকৃতির গুণাবলীর প্রতি আগ্রহ পরিত্যাগ করতে পারি।

শ্লোক ৩৬

জীবো জীববিনির্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ ॥ ৩৬ ॥

জীবঃ—জীব; **জীববিনির্মুক্তঃ**—জড় চেতনার সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণ থেকে; **চ**—এবং; **আশয়-সম্ভবৈঃ**—যার নিজের মনে প্রকাশিত হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **ব্রহ্মণা**—পরম সত্যের দ্বারা; **পূর্ণঃ**—সন্তুষ্ট; **ন**—না; **বহিঃ**—বাহ্যিক (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি); **ন**—অথবা নয়; **অন্তরঃ**—অন্তরে (ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চিন্তা); **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

জড় চেতনা জাত মন এবং প্রকৃতির গুণাবলীর সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, জীব আমার দিব্য রূপ অনুভব করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ করে। সে বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে আর ভোগের অনুসন্ধান অথবা তার মনে মনেও এই রূপ ভোগের স্মরণ বা মনন করে না।

তাৎপর্য

মনুষ্য জীবন হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে পারমার্থিক মুক্তিলাভের একটি দুর্লভ সুযোগ। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির ত্রিগুণ এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য স্থিতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন, যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা খুব সহজে প্রকৃতির গুণগুলি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সমন্বিত যথার্থ জীবনযাত্রার সূচনা করতে পারি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।